ভোরের কাগজ

তারিখ OCT. 0 4 1999
পৃষ্ঠা ১২ কলাম ৭

সারা দেশে জাতীয় শিক্ষা জরিপ ২৩ অক্টোবর থেকে শুরু

কাগজ প্রতিবেদক : আগামী ২৩ অক্টোবর থেকে সারা দেশে জাতীয় শিক্ষা জরিপ শুরু হচ্ছে। মাঠ পর্যায়ে ১৫ দিনের এই জরিপ কার্য পরিচালনা করবে শিক্ষা তথ্য ও পরিসংখ্যান ব্যুরো (ব্যানবেইস)। জরিপের আওতায় দেশের প্রায় ২৫ হাজার সরকারি ও বেসরকারি পোস্ট প্রাইমারি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান অন্তর্ভুক্ত থাকবে।

ইউএনডিপির আওতাধীন ইএমআইএস প্রকল্পের আওতায় শিক্ষা মন্ত্রণালয় ব্যানবেইসের তত্ত্বাবধানে ১ কোটি ৭৭ লাখ টাকা ব্যয়ে এই জরিপ অনুষ্ঠিত হতে যাচ্ছে।

শিক্ষা পরিকল্পনা, প্রশাসন ও ব্যবস্থাপনায় সহায়তা করার লক্ষ্যে শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলোর এই জরিপ করা হচ্ছে। জরিপের মাধ্যমে পোস্ট প্রাইমারি শিক্ষা তথ্য ক্ষেত্রে বেজ লাইন ডাটা বা বেঞ্চ মার্ক স্থাপিত হবে। সংশ্লিষ্টরা আশা করছেন এর ফলে পোস্ট প্রাইমারি শিক্ষার ক্ষেত্রে একটি সমন্বিত তথ্য সংগ্রহ প্রক্রিয়াও বাস্তবায়ন সম্ভব হবে। ব্যানবেইসের একজন উর্ধ্বতন কর্মকর্তা জানিয়েছেন, আগামী বছর জুন মাসের মধ্যেই এই জরিপ থেকে সংগৃহীত তথ্যের ওপর ভিত্তি করে শিক্ষা পরিসংখ্যান বুলেটিন, শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের তালিকা, ছাত্র-শিক্ষক সম্পর্কিত প্রোফাইলসহ শিক্ষা তথ্যসংবলিত বিস্তারিত রিপোর্ট তৈরি করা হবে।

জরিপ কাজে নিয়োজিত কর্মকর্তারা আশা করছেন ব্যাপকভিত্তিক শিক্ষা জরিপের ফলে এবার ভুয়া ও অপ্রয়োজনীয় প্রতিষ্ঠান চিহ্নিত করা সহজ হবে। সরকারি অনুদানভুক্ত শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলোসহ জাতীয়করণকৃত শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলোতে প্রদত্ত শিক্ষার গুণগতমানের একটি চিত্রও পাওয়া যাবে জরিপের ফলাফল থেকে। এ ছাড়াও জরিপের ফলে জানা যাবে, সারা দেশে অনুমতিবিহীনভাবে গজিয়ে ওঠা নানান ধরনের ইংলিশ মিডিয়াম স্কুল, প্রি-ক্যাডেট, কারিগরি ও কম্পিউটার প্রশিক্ষণ কেন্দ্র ইত্যাদি প্রতিষ্ঠানের শিক্ষার গুণগতমান, শিক্ষা উপকরণ, পরিবেশ এবং অন্যান্য সুযোগ-সুবিধা কতোটুকু রয়েছে।

এ জরিপ কাজ পরিচালনার জন্য বিশ্ববিদ্যালয়, সরকারি কলেজ, সরকারি স্কুল ও কারিগরি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান থেকে সহযোগী অধ্যাপক, সহকারী অধ্যাপক, প্রভাষক ও সহকারী শিক্ষক পর্যায়ের মোট ২ হাজার ৪০০ জন গণনাকারী ও ৪৮ জন সুপারভাইজার নিয়োগ করা হয়েছে। এ ছাড়া গণনাকারী ও সুপারভাইজারদের প্রশিক্ষণ দেওয়ার জন্য ৩০ জন সরকারি কর্মকর্তাকে মাস্টার ট্রেনার হিসেবে নিয়োগ করা হয়েছে।

জরিপের আওতায় প্রাথমিক বিদ্যালয় ছাড়া সরকারি-বেসরকারি স্কুল, কলেজ, মাদ্রাসা, চিকিৎসা, প্রকৌশল, কৃষি, কারিগরি, প্রযুক্তি ও পেশাভিত্তিক শিক্ষক প্রশিক্ষণ কলেজ, পিটিআই, বিশ্ববিদ্যালয়, ক্যাডেট কলেজ, সার্ভে ইনস্টিটিউট, কিন্ডারগার্টেন, কম্পিউটার ট্রেনিং সেন্টার ইত্যাদি প্রতিষ্ঠান অন্তর্ভুক্ত থাকবে। প্রতিটি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান একটি করে জরিপ একক হিসেবে বিবেচিত হবে। প্রতিটি থানাকে একটি করে 'জরিপ এলাকা' হিসেবে নির্ধারণ করা হয়েছে। প্রতিটি জরিপ এলাকায় গড়ে ১০ থেকে ১২টি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের তথ্য সংগ্রহের জন্য একজন গণনাকারীকে দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে।

ইতিমধ্যে জরিপ কাজে সহায়তার জন্য সকল শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের কাছে প্রয়োজনীয় কাগজপত্র ও ছবি প্রস্তুত রাখতে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে।

প্রসঙ্গত, ব্যানবেইসের তত্ত্বাবধানে ইতিপূর্বে দুটি শিক্ষা জরিপ পরিচালিত হয়েছিল। ১৯৮২ সালের জরিপে শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের সংখ্যা ছিল ১১ হাজার ৬৬৯টি। পরবর্তি ১৯৯৩ সালের জরিপে শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের সংখ্যা ছিল ১৭ হাজার ৬৩৭টি। দুটো জরিপই ছাত্রদের দিয়ে গণনার ফলে তথ্যে বিভ্রান্তি ও অসংলগ্নতা দেখা দেয়। এবার তাই সরকারি চাকরিজীবীদের গণনার কাজে নিয়োজিত করা হয়েছে।